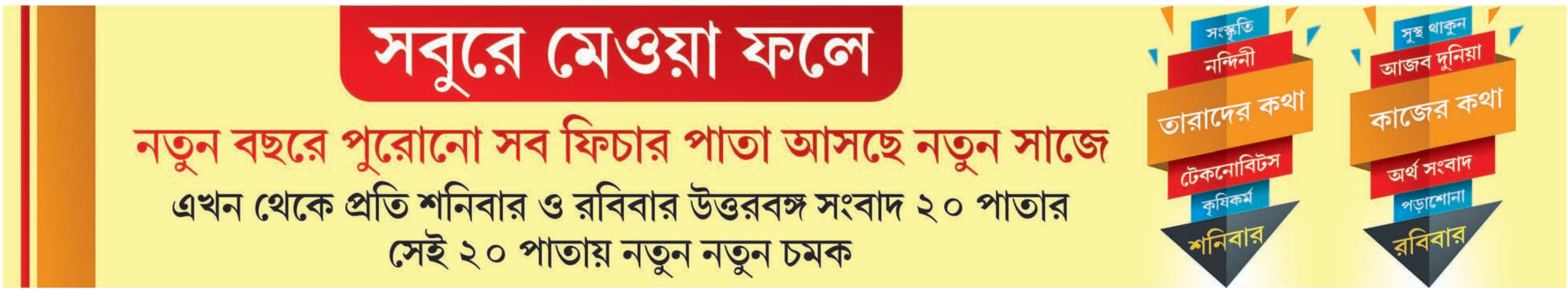

মদত দিচ্ছেন কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা

জোড়াপানির গার্ডওয়াল দখল করে দোকান

শমিদীপ দত্ত ● শিলিগুড়ি

১০ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোগোমালি সেতু সংলগ্ন জোড়াপানি নদীর নবনির্মিত গার্ডওয়াল দখল করে দোকান তৈরি করলেন স্থানীয় ঘোগোমালি নেতাজি বাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ী। গার্ডওয়াল তৈরির সময় দোকানগুলি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। ফের নবনির্মিত গার্ডওয়াল দখল করে ওই ব্যবসায়ীরা কাঠের কাঠামো করে দোকান তৈরি করছেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলারের উদ্যোগেই দোকানগুলি তৈরি করা হচ্ছে বলে ব্যবসায়ী সমিতির তরফে জানানো হয়েছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার বক্তব্য, 'ওঁরা আগে থেকেই ওখানে বসতেন, তাই ভবিষ্যতেও ওখানে বসবেন।' এদিকে, গার্ডওয়াল দখলকে কেন্দ্র করে শহরের পরিবেশপ্রেমীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। শিলিগুড়ির মহকুমাশাসক সিরাজ দানেশ্বর জানিয়েছেন, 'গার্ডওয়াল সরকারি উদ্যোগে তৈরি হওয়ায় সেই জায়গা দখল কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের জোড়াপানি নদীর ধারে মাস দুয়েক আগে সরকারি উদ্যোগে গার্ডওয়াল তৈরির কাজ শুরু হয়। ঘোগোমালি সেতু সংলগ্ন ঘোগোমালি নেতাজি বাজারে গার্ডওয়াল তৈরির সময় পুরনিগমের উদ্যোগে আটটি দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। যদিও বৃহস্পতিবার ঘোগোমালি ব্রিজের সামনে যেতেই গার্ডওয়াল দখল করে বাজারের ওই অংশে কয়েকজনকে কাঠের কাঠামো বসিয়ে দোকান তৈরি করতে দেখা গেল। প্রশ্ন করতেই তাঁরা বলেন, 'এই জায়গা আমাদের।' এবিষয়ে ঘোগোমালি নেতাজি বাজারের সম্পাদক নিতাই সাহার বক্তব্য, 'যাঁদের দোকান ভাঙা হয়েছিল কাউন্সিলারের উদ্যোগেই তাঁরাই ওখানে দোকান তৈরি করছেন।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা বলেন, 'গার্ডওয়াল তৈরির সময় ওই ব্যবসায়ীদের বলামাত্র নিজেরাই দোকানগুলি ভেঙে দিয়েছিলেন। ওঁরা আগেও ওখানে বসেছিলেন, ভবিষ্যতেও ওখানে বসবেন।'

কিন্তু গার্ডওয়াল দখল করে দোকান তৈরি করা যায় কিনা– প্রশ্ন 'মহানন্দা বাঁচাও' কমিটির সাধারণ সম্পাদক জ্যোৎস্না আগরওয়ালের। তিনি বলেন, 'আমাদের নজরে ইতিমধ্যেই গার্ডওয়াল দখল করে দোকান বানানোর বিষয়টি এসেছে। এই দখলদারি রুখতে আমরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছি। প্রশাসনের উচিত বিষয়টি দেখা।' হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)–এর কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বোস বলেন, 'শহরজুড়ে বিভিন্ন নদী, এমনকি নদীর বাঁধ থেকে গার্ডওয়াল দখলের একটা প্রবণতা বাড়ছে। জোড়াপানি নদীর গার্ডওয়ালের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটল। প্রশাসন এব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা না নিলে এই দখলদারি কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না।'

ঘোগোমালি সেতু সংলগ্ন ঘোগোমালি নেতাজি বাজারে গার্ডওয়াল তৈরির সময় পুরনিগমের উদ্যোগে আটটি দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। যদিও বৃহস্পতিবার ঘোগোমালি ব্রিজের সামনে যেতেই গার্ডওয়াল দখল করে বাজারের ওই অংশে কয়েকজনকে কাঠের কাঠামো বসিয়ে দোকান তৈরি করতে দেখা গেল।

> ওঁরা আগে থেকেই ওখানে বসতেন, তাই ভবিষ্যতেও ওখানে বসবেন।
>
> –রঞ্জন শীলশর্মা, ওয়ার্ড কাউন্সিলার

ইসলামপুরে বন্ধ হয়নি প্লাস্টিকের ব্যবহার

ইসলামপুর, ১০ জানুয়ারি ঃ ঘোষণাই সার, ইসলামপুর শহরে নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের ব্যবহার রমরমিয়ে চলছে। নিয়মরক্ষার অভিযান আর আইওয়াশ করতে ফুটপাথের ছোটোখোটো দোকান থেকে সামান্য জরিমানা আদায়ের পর পুরসভা হুংকার দিয়েই খালাস। অভিযোগ, এর ফলে পার পেয়ে যাচ্ছেন বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী। পুরসভার হুংকারের পর বিক্রেতা ও ক্রেতাদের বড়ো অংশ জরিমানার ভয়ে ক্যারিব্যাগের ব্যবহারের উপর নিজেরাই রাশ টেনেছিল। কিন্তু এই ইশ্যুতে পুরসভার ঢিলেঢালা অবস্থানের জেরে ফের আগের অবস্থা ফিরে এসেছে। শহরের সর্বত্র দেদারে চলছে ক্যারিব্যাগের ব্যবহার। ইসলামপুর শহরকে আদৌ কোনোদিন প্লাস্টিকমুক্ত করা যাবে কিনা তা নিয়েই সংশয় দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তথা এলাকার বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'ক্যারিব্যাগ নিয়ে পুরসভার টিম কড়া হাতেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় মাঠে নেমেছে। নিয়মিত অভিযান চলছে।' পুরসভার দাবি, দোকানে দোকানে সারপ্রাইজ ভিজিট শীঘ্রই শুরু হবে।

তবে স্থানীয়দের অনেকেরই অভিযোগ, দুর্গাপুজোর আগে থেকে নজরদারি কমে যেতেই ফের প্লাস্টিকের ব্যবহার চুটিয়ে চলছে। এমনকি শহরে ক্যারিব্যাগের গুদামগুলিতেও পুরসভার কোনো অভিযান নেই বলে অভিযোগ। যদিও চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে আমরা আন্তরিকভাবেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মাঝখানে লাগাতার অভিযান এবং নজরদারি চালানো হয়েছে। অনেকেই সচেতন হয়ে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করেছেন।' তিনি বলেন, 'শীঘ্রই পুরসভা দোকানে দোকানে এবং বাজারে সারপ্রাইজ ভিজিট শুরু করবে। জরিমানা আদায় করতেও পুরসভা এবার পিছপা হবে না।'

শহরবাসীর অভিযোগ

দুর্গাপুজোর আগে থেকে নজরদারি কমে যেতেই ফের প্লাস্টিকের ব্যবহার চুটিয়ে চলছে। এমনকি শহরে ক্যারিব্যাগের গুদামগুলিতেও পুরসভার কোনো অভিযান নেই বলে অভিযোগ।

ছবি ঃ রাজু দাস

ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি হিসাবে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে মিছিল করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্রপরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। অভিযোগ, মিছিলে যাওয়ার জন্য শিলিগুড়ির কলেজের ছাত্রছাত্রীদের আটকে রাখে টিএমসিপি কর্মী–সমর্থকরা। জোর করে গেট আটকে রাখা হয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর চিত্র সাংবাদিক সেই ছবি তুলতে গেলে টিএমসিপি কর্মী–সমর্থকরা সংবাদমাধ্যমকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করেন।

ছবি ঃ সূত্রধর

বাসচালকদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ প্রতি মাসের চতুর্থ রবিবার শিলিগুড়ি শহরের স্কুলবাসচালকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করবেন বঙ্গরত্ন চিকিৎসক ডাঃ প্রেম দোরজি ভুটিয়া। বৃহস্পতিবার একজন স্কুলবাসচালকের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করতে গিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

এদিন এক রোগীর ব্লাড প্রেশার ও ব্লাড সুগার পরীক্ষা করতে গিয়ে চোখ কপালে ওঠে ডাক্তারবাবুর। পরীক্ষা করে দেখেন সেই ব্যক্তির ব্লাড প্রেশার ১৫০/১২০ এবং ব্লাড সুগার ৫০০। তিনি আরও আশ্চর্য হয়ে যান যখন জানতে পারেন সেই ব্যক্তি একটি স্কুলবাসেরচালক। ডাঃ পি ডি ভুটিয়া বলেন,'এত হাই বিপি ও সুগার নিয়ে বাস চালালে হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। স্কুলবাসের চালক হিসেবে তাঁদের ওপর প্রচুর ছাত্রছাত্রীর দায়িত্ব থাকে। বাস চলাকালীন যদি চালকের কিছু হয়ে যায় তবে বাসে বসে থাকা ছাত্রছাত্রীদের জীবনসংশয়ের ভয়ও থেকে যায়। শিলিগুড়িতে এমন দুর্ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। সেই কারণেই ঠিক করেছি প্রতি মাসের চতুর্থ রবিবার বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত শহরের স্কুল বাসচালকদের বিনামূল্যে ইসিজি, ব্লাড প্রেশার ও ব্লাড সুগার পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করব আমি।'

ভুয়ো নথি বানিয়ে জমি বিক্রি, গ্রেফতার এক

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ আদিবাসীর জমির ভুয়ো কাগজ বানিয়ে বিক্রি করার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম প্রসেনজিৎ ঘোষ। বুধবার রাতে শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউজ সংলগ্ন এলাকায় হানা দিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

কিছুদিন আগেই শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়। সেখানে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভুয়ো নথি বানিয়ে আদিবাসীর জমি দখলের অভিযোগ করা হয়। এরপর থেকেই অভিযুক্তের খোঁজ করছিল পুলিশ। বুধবার রাতে পুলিশ জানতে পারে স্টেট গেস্ট হাউজ সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে অভিযুক্ত। সেখানে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।

চোখ পরীক্ষা শিবির

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি কলেজের এনএসএস ইউনিট চার–এর তরফে বৃহস্পতিবার রাজেন্দ্রপ্রসাদ হাইস্কুলে শীতকালীন একটি ক্যাম্প করা হয়। যেখানে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে একটি চোখ পরীক্ষা শিবির করা হয়। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ২৫০ জন ছাত্রী অংশ নেয়। যার মধ্যে প্রায় ১৪ জন ছাত্রীর চোখের সমস্যা ধরা পড়েছে। তাদের চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানান এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর বিদ্যাবতী আগরওয়াল। তিনি বলেন, 'এমন শিবির বিভিন্ন স্কুলে করা হবে।' এদিন কলেজের ৫০ জন ছাত্র শিবিরে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ছিলেন।

'পরিবর্তন'–এর ছোঁয়া শিলিগুড়ি কলেজে

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি কলেজে 'পরিবর্তন'। বৃহস্পতিবার কলেজে টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক নির্বাচনে দীর্ঘদিন পর তৃণমূল কংগ্রেসপন্থী প্রার্থীর পরাজয় ঘটল।

২০১২ সালের পর থেকে প্রতিবছর শিলিগুড়ি কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক পদে কখনও মনোনয়ন, আবার কখনও নির্বাচিত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসপন্থী কোনো অধ্যাপক। গত তিন বছর ধরে সম্পাদক পদে থেকেছেন অধ্যাপক প্রবীর মান্না। এবারও তিনি ওই পদে দাঁড়ানোর পর একই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন অধ্যাপক পার্থপ্রতিম রায়ও। এরপর নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ যদি প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করার জন্য কিছুটা সময় দেন। কিন্তু কেউই প্রত্যাহার না করায় নির্বাচনের পথে যাওয়া হয়। শিলিগুড়ি কলেজে ৬১ জন অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা থাকলেও এদিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন ৫২ জন। গণনার পর দেখা যায় পার্থপ্রতিম রায় পেয়েছেন ২৭টি ভোট, প্রবীর মান্না পেয়েছেন ২৫টি ভোট। উল্লেখ্য, গতবছর প্রবীর মান্না বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জয়ী প্রার্থীর সমর্থক অনেক অধ্যাপক বলেন, বেশ কয়েকমাস ধরেই কলেজের বেশ কিছু কাজকর্ম অপছন্দ ছিল অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের একাংশের। বহুবার এইসব বিষয় উঠে এসেছে খবরের কাগজেও। যা মন থেকে অনেকেই মানতে পারেননি। শিলিগুড়ি কলেজের এই ফলাফলের প্রভাব অন্য কলেজগুলিতেও পড়বে। পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'এদিনের ভোট তো কোনো রাজনৈতিক ভোট ছিল না। তাই সমস্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে নিজেদের মত জানিয়েছেন। আগামীদিনে সব অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, অশিক্ষক কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে যেকোনো দায়িত্ব পালন করব।' অধ্যাপক প্রবীর মান্নার বক্তব্য, 'আমি দুই বছর নির্বাচিত হয়েছিলাম। গতবছর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছি। এবার পার্থপ্রতিম রায় জয়ী হয়েছেন। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই। কলেজের স্বার্থে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করব।'

শিলিগুড়ি কলেজের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন হলেও বিষয়টি নিয়ে উৎফুল্ল বামেরা। দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক জীবেশ সরকার বলেন, 'যাঁরা শিক্ষাঙ্গনকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারেন তাঁদেরই নির্বাচিত হওয়া উচিত। রাজ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবকরা আতঙ্কিত শাসকদলের আচার–আচরণে। এবার টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক পদে প্রগতিশীল প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। এটা ইতিবাচক। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিলিগুড়ি কলেজের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তার ক্ষেত্রে এটা সহায়ক হবে।' তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কোর কমিটির সদস্য তথা পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা রঞ্জন সরকার বলেন, 'একটা টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক পদের ভোট, কোনো রাজনৈতিক ভোট নয়। এতে বামেদের উৎফুল্ল হওয়ার কোনো কারণ নেই। বামেরা ২০১৯ সালের লোকসভার ভোটে দেশে একটি আসনও পাবে না। ৩৪ বছরে বামেরা যে উন্নয়নের চেহারা দেখিয়েছে তা আর মানুষ চায় না।'

- **গত তিন বছর ধরে শিলিগুড়ি কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক পদে থেকেছেন অধ্যাপক প্রবীর মান্না। এবারও তিনি ওই পদে দাঁড়ানোর পর একই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন অধ্যাপক পার্থপ্রতিম রায়ও।**
- **শিলিগুড়ি কলেজে ৬১ জন অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা থাকলেও এদিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন ৫২ জন। গণনার পর দেখা যায় পার্থপ্রতিম রায় পেয়েছেন ২৭টি ভোট, প্রবীর মান্না পেয়েছেন ২৫টি ভোট।**

জয়ী প্রার্থীর সমর্থকরা বলছেন

- **বেশ কয়েকমাস ধরেই কলেজের বেশ কিছু কাজকর্ম অপছন্দ ছিল অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের একাংশের। বহুবার এইসব বিষয় উঠে এসেছে খবরের কাগজেও। যা মন থেকে অনেকেই মানতে পারেননি।**

আমন্ত্রণে আনন্দ উৎসব–জন্মোৎসব

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ ১৯৮৭ সালের ২৩ জানুয়ারি শুরু হয়েছিল পথ চলা। ধীরে ধীরে ক্রেতাদের মনে জামাকাপড়ের জগতে আলাদা জায়গা করে নেওয়া 'আমন্ত্রণ' আগামী ২৩ জানুয়ারি ৩২তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। এই শুভ সন্ধিক্ষণে 'আমন্ত্রণ'–এ শুরু হয়েছে 'আনন্দ উৎসব–জন্মোৎসব।' চলবে আগামী ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত। জাঁকিয়ে শীত পড়ার পাশাপাশি সামনে বিয়ের মরশুম শুরু হওয়ায় এই উৎসবে বেনারসি শাড়ি, জ্যাকেট, সোয়েটার, চাদর থেকে শুরু করে ফ্যান্সি শাড়ি, তাঁত শাড়ি সহ বেশ কিছু গরম ও বিয়ের পোশাকের উপর থাকছে ৫০ শতাংশ ডিসকাউন্ট। এমনকি ৫০০ টাকার কেনাকাটার উপর থাকছে নিশ্চিত উপহার, সঙ্গে লাকি ড্র কুপন। লাকি ড্রয়ে বিজয়ীকে দেওয়া হবে হনডা ইওন গাড়ি। এছাড়াও থাকছে আরও বহু পুরস্কার। 'আমন্ত্রণ'–এর কর্ণধার বড়দা বলেন, 'সারাবছর গ্রাহকের আশীর্বাদে আমন্ত্রণ ধন্য। এই আনন্দ জন্মোৎসবে সকল ক্রেতাকে 'আমন্ত্রণ'–এর পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের প্রবেশপথে জমছে আবর্জনা

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের গেটের সামনে জমে রয়েছে পাথর–বালির স্তূপ। গেটের পাশে সেপটিক ট্যাংক সারাইয়ের কাজ শেষ হয়ে গেলেও জমে থাকা পাথর–বালি গেটের সামনে থেকে সরানো হয়নি। পথচলতি মানুষ সেই পাথরের স্তূপটিকেই নোংরা ফেলার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করে চলেছেন বলে অভিযোগ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। বাস টার্মিনাস কর্তৃপক্ষ গেটের বাইরে জমে থাকা পাথর, বালি ও আবর্জনা পরিষ্কার করার কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় ব্যবসায়ীদেরই তা পরিষ্কার করতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। এই গেটটি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসস্ট্যান্ডের দিকটিতে ঢোকার প্রধান প্রবেশপথ। ফলে এই বালি–পাথর এখান থেকে কবে সরানো হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ।

গেটটির পাশে বাসস্ট্যান্ডের সেপটিক ট্যাংক সংস্কারের কাজ অনেকদিন আগে শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই কাজে ব্যবহার করা পাথর–বালি সরানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় ব্যবসায়ী অনিল সাহা। তিনি বলেন, 'ট্যাংকটি সারাই করার সময় কর্মীরা এখানে পাথর–বালি রেখে কাজ করছিলেন। কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে অনেকদিন। কিন্তু পাথর–বালি সরিয়ে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছেন তাঁরা। এখন এই পাথর বালি কে সরাবে?' বালি–পাথর জমার আগেও এই গেটের সামনে কম–বেশি আবর্জনা জমত বলে জানান এলাকার এক ফল বিক্রেতা রাজ সাহা। তিনি বলেন, 'কখনোই এই গেটে জমতে থাকা ময়লা বাস টার্মিনাসের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করা হয় না। আবর্জনা জমে থাকা এলাকাটি বাস টার্মিনাসের জমিরই অংশ। স্থানীয় দোকানদাররা ছাড়া আর কাউকেই কখনও এই জায়গাটি পরিষ্কার করতে দেখিনি। আমার দোকানের কাছেই এই গেট। তাই দোকান সংলগ্ন পরিবেশ সাফ রাখতে আমিও মাঝে মাঝে পরিষ্কার করি এই এলাকা। সেজন্যই হয়তো এখানে পাথর–বালি জমে রয়েছে সেটা জানেনই না বাসস্ট্যান্ডের কর্মীরা।'

একটু ভেতরদিকে হওয়ায় এই গেটটি অনেকের চোখেই পড়ে না বলে জানান জংশনের ব্যবসায়ীদের একাংশ। তাঁদের কথায়, টিকিট কাটতে এলে এই প্রবেশপথটিই সবচেয়ে কাছাকাছি হয়। তবুও বেশিরভাগ মানুষই স্ট্যান্ডে যাওয়ার জন্য বাস ঢোকার ও বেরোনোর করিডরটিকেই ব্যবহার করেন। মানুষের প্রবেশপথটি পরিষ্কার রেখে শুধুমাত্র এই দিক দিয়েই যদি সকলের চলাচল করার ব্যবস্থা করা হয়, তবে বাসের করিডরে ভিড়ও অনেক কম হবে। তবে সেপটিক ট্যাংকের কাজ খুব বেশিদিন আগে শেষ হয়নি বলেই পাথর–বালি সরানো হয়নি বলে জানান উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ম্যানেজার দীপংকর দত্ত। জমে থাকা আবর্জনা খুব তাড়াতাড়িই ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের সামনে পড়ে রয়েছে আবর্জনা। –সংবাদচিত্র

সুপার ডিভিশন শুরু

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেট বৃহস্পতিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে জিটিএসসি ৬ উইকেটে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে হেরে ফ্রেন্ডস ৩৩ ওভারে ১৩৩ রানে অলআউট হয়। জবাবে জিটিএসসি ২৩.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩৬ রান তুলে নেয়। শুক্রবার খেলবে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও অগ্রগামী সংঘ।